ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৪০০১
আগরতলা, ০৮ মার্চ, ২০২০

সরকারের অন্যতম লক্ষ্য হল জনগণকে স্বচ্ছ প্রশাসন উপহার দেওয়া ঃ মুখ্যমন্ত্রী

রাজ্যে এই প্রথম গ্রামীণ এলাকায় একসঙ্গে ৪৪০টি গ্রামীণ সড়ক নির্মাণে রাজ্য সরকার ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নিয়েছে। মাত্র ৭২ ঘন্টা সময়ের মধ্যে ১২৭ কিমি সড়ক নির্মাণ করা হবে। এরফলে ১.৫ লক্ষ শ্রমদিবস সৃষ্টির মাধ্যমে ৬০ হাজার মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। আজ বামুটিয়া ব্লকের ভাগলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় এম জি এন রেগা ও চতুর্দশ অর্থ কমিশনের অধীনে মিশন মুডে ৪৪০টি ইট সলিং সড়কের আনুষ্ঠানিক সূচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন ব্লক এলাকার এই রাস্তাগুলি নির্মাণ করা হবে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, যে কোনও জনকল্যাণকামী সরকারের অন্যতম লক্ষ্য হল জনগণকে স্বচ্ছ প্রশাসন উপহার দেওয়া। রাজ্যের বর্তমান সরকার শুরু থেকেই বিভিন্ন দপ্তরে স্বচ্ছতা আনার লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ডিজিটাইজেশন করার উদ্যোগ নিয়েছে। ইতিমধ্যেই রাজ্যে ই-স্ট্যাম্পি, ই-পি ডি এস, ই-চালান, ই-বাহন, ই-ডিস্ট্রিক্ট ইত্যাদি পরিষেবা চালু হয়েছে। এরফলে রাজ্যের উন্নয়ন কাজ যেমন ত্বরান্বিত হবে তেমনি রাজ্যের জনগণও কম সময়ে অধিকতর সুবিধা পাবেন। তিনি বলেন, রাজ্যে ই-পি ডি এস ব্যবস্থা চালু হওয়ার ফলে এখন প্রকৃত ভোক্তারাই তাদের রেশন সামগ্রী সংগ্রহ করতে পারছেন। প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধির মাধ্যমে রাজ্যের কৃষকরা এখন বছরে ৬ হাজার টাকা করে পাচ্ছেন। রাজ্যে এ পর্যন্ত প্রায় ২ লক্ষ কৃষক এই প্রকল্পে উপকৃত হয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন ফ্ল্যাগশীপ প্রকল্পগুলি যথাযথভাবে ও সময়ের মধ্যে রূপায়ণ করার প্রচেষ্টা নিয়েছে। এরফলে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় (গ্রামীণ) লক্ষ্যমাত্রার ৮৭ শতাংশ, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় (আরবান) লক্ষ্যমাত্রার ১০০ শতাংশ, প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনায় ৯১ শতাংশ এবং প্রধানমন্ত্রী সৌভাগ্য যোজনায় লক্ষ্যমাত্রার ১০০ শতাংশ কাজ করা সম্ভব হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী আয়ুষ্মান ভারত যোজনায় রাজ্যের ২০ লক্ষ ৫৬ হাজার মানুষকে স্বাস্থ্য বীমার আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। ইতিমধ্যেই লক্ষ্যমাত্রার ৭৫ শতাংশ মানুষকে আয়ুষ্মান ভারত যোজনার আওতায় আনা হয়েছে। অটল জলধারা মিশনের মাধ্যমে ২০২২ সালের মধ্যে রাজ্যের প্রতিটি পরিবারে বিনামূল্যে জলের সংযোগ দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত এই প্রকল্পে ৫৬ হাজার পরিবারে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। আগামী দিনেও রাজ্য সরকার রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে উন্নয়নমূলক কাজ করে যাবে বলে মুখ্যমন্ত্রী দৃঢ় প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা বলেন, রাজ্যবাসীর জন্য আজকের দিনটি নিশ্চয়ই গর্বের দিন। কারণ এর আগে এতবড় কাজ রাজ্যে কখনো নেওয়া হয়নি। রাজ্য সরকার উন্নয়নের সঠিক দিশায় চলছে বলেই এই কাজ করা সম্ভব হয়েছে। তিনি বলেন, সরকার ও সমাজ একই দিশায় চললেই রাজ্যের উন্নয়ন সম্ভব। গ্রামের বিকাশ হলেই জনগণের বিকাশ হবে। তাই গ্রামীণ বিকাশকে নতুন দিশা দেওয়ার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার কাজ করছে।

*****২য় পাতায়

অনুষ্ঠানে এছাড়াও ভাষণ রাখেন বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ড. সন্দিপ মাহাত্নে। অনুষ্ঠানের পর মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব মোহনপুর ব্লক, লেফুঙ্গা ব্লক এবং জিরানীয়া ব্লক এলাকাতেও ইট সলিং রাস্তার নির্মাণ কাজের সূচনা করেন। লেফুঙ্গা ব্লকের বীরমোহন এ ডি সি ভিলেজে একটি ইট সলিং রাস্তার সূচনা করে উপস্থিত জনগণের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের এ ডি সি এলাকার পানীয় জলের ব্যবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থা সহ সর্বাঙ্গীন উন্নয়নে পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছে রাজ্য সরকার। রাজ্যে দু'টি টি এস আরের (ইন্ডিয়ান রিজার্ভড) ব্যাটিলিয়ানে লোক নিয়োগ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই দু'টি ব্যাটিলিয়ানে জনজাতি অংশের যুবকরা যাতে বেশী করে নিযুক্ত হতে পারে সে জন্য নিয়োগের নিয়মনীতি শিথিল করার জন্য কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানানো হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে ইতিবাচক সাড়া দেওয়ার ফলে এখন থেকে জনজাতি অংশের অষ্টম শ্রেণী পাশ যুবকরাও আবেদন করতে পারবে।

*****